পশ্চিমবঙ্গ সরকার

পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

৬৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০ ০০১

নং- ৪৬৬৮-পি.এন./ও/এক/৩সি-৭/২০০৩ তারিখঃ ১৮-১২-২০০৩

আদেশনামা

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত (সংশোধনী) আইন,২০০৩-এর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন,১৯৭৩-এর ১১৫-ক ধারা অন্তর্ভূক্ত হওয়ার ফলে ঐ ধারা অনুযায়ী রাজ্যের প্রতি পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক সংশ্লিষ্ট এলাকায় একটি ব্লক-সংসদ গঠন করতে হবে। ঐ ব্লকের অন্তর্গত সকল গ্রাম-পঞ্চায়েত এবং ঐ পঞ্চায়েত সমিতির সকল সদস্য (সরাসরি নির্বাচিত এবং পদাধিকারবলে সদস্য) সংশ্লিষ্ট ব্লক-সংসদের সদস্য হবেন।

পূর্বোক্ত পঞ্চায়েত (সংশোধনী) আইন,২০০৩- এর ১১৫ ক ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী প্রতি বৎসরে দুই বার ব্লক-সংসদের অধিবেশন (সাধারণতঃ ডিসেম্বর--জানুয়ারী মাসে অর্ধ-বাৎসরিক অধিবেশন ও জুন--জুলাই মাসে বাৎসরিক অধিবেশন) অনুষ্ঠিত করা অবশ্য কর্তব্য।

পূর্বোক্ত (সংশোধনী) আইনের ১১৫ ক ধারার (৩) উপধারা অনুসারে সমগ্র সদস্যদের এক-দশমাংশ সংসদ অধিবেশনে উপস্থিত থাকলে কোরাম গঠিত হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। কোরাম না হলে ঐ সভা মূলতুবী বলে গণ্য করতে হবে। যেদিন ঐ সভা ধার্য্য হয়েছিল তারপরে সপ্তম দিনে একই স্থানে ও একই সময়ে মূলতুবী সভা অনুষ্ঠিত করতে হবে। মূলতুবী সভার কোরামের জন্য মোট সদস্য সংখ্যার অন্ততঃ ১০% (দশ-শতাংশ) সদস্যের উপস্থিতি আবশ্যিক।

পূর্বোক্ত (সংশোধনী) আইনের ১১৫ ক ধারার (৪) উপধারা অনুযায়ী ব্লক-সংসদ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বয়ং এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে ঐ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন ঐ পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি।

পূর্বোক্ত ধারার (৫) উপধারা অনুযায়ী ব্লক-সংসদ সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতিকে সকল উন্নয়নমূলক কাজকর্ম , বার্ষিক পরিকল্পনার প্রস্তুতি, বাজেট, উন্নয়নমূলক কার্য্যক্রম, প্রকল্প ও কর্মসূচীর রূপায়ন, শিক্ষা, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, যুবকল্যাণ, স্বাস্থ্য, কৃষি- সেচ, বন ও ভূমি এবং নারী ও শিশু কল্যাণ সহ আর্থিক উন্নয়নের যাবতীয় কাজকর্ম এবং গৃহীত ও প্রস্তাবিত সকল সামাজিক ন্যায়বিচার সুনিশ্চিতকরণ বিষয়ক সকল নির্দেশ ও পরামর্শ দান করবে এরূপ নির্দেশ ও পরামর্শের জন্য ব্লক-সংসদের যে কোন সদস্য অধিবেশনের বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্ত হয়ে লিখিত্র পত্রদ্বারা যে কোন প্রামাণ্য তথ্য যেমন পঞ্চায়েত সমিতির তহবিলের হিসাব সম্বন্ধীয় নিরীক্ষকের শেষ প্রতিবেদনের প্রতিলিপি, বাজেট,

বার্ষিক কাজকর্মের পরিকল্পনার প্রতিলিপি পঞ্চায়েত সমিতির নির্বাহী আধিকারিকের কাছে চেয়ে পাঠাতে পারেন।

এরূপ পত্র প্রাপ্ত হয়ে নির্বাহী আধিকারিক, সভাপতির সম্মতি গ্রহণ করে, ঐ অধিবেশনে পর্যালোচনার জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র পেশ করবেন।

ব্লক-সংসদের অধিবেশনে যে সকল পর্যালোচনা, সুপারিশ ও নিরীক্ষণ গৃহীত হবে সেগুলি পঞ্চায়েত সমিতির সভায় ব্লক-সংসদের অধিবেশনের এক মাসের মধ্যে যথাশীঘ্র সংবিবেচিত হবে ও পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত ও গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কীয় প্রতিবেদন পরবর্তী ব্লক-সংসদ সভায় পেশ করতে হবে।

এমতাবস্থায়, পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত আইন,১৯৭৩-এর ২১২ ধারায় প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে রাজ্যপাল এতদ্বারা এই রাজ্যের ব্লক-সংসদগুলির ২০০৩ সালে অনুষ্ঠিতব্য ষান্মাসিক সভা অনুষ্ঠানের জন্য নির্দেশ জারি করছেন যে রাজ্যের সকল পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃক অন্তর্ভূক্ত ব্লক-সংসদের ষান্মাসিক অধিবেশন আগামী ২২শে ডিসেম্বর,২০০৩ থেকে ১৫ই জানুয়ারী, ২০০৪ সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

ব্লক-সংসদের ষান্মাসিক অধিবেশন সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির অধিকারভূক্ত এলাকার মধ্যে কোন সুবিধাজনক স্থানে অনুষ্ঠিত হবে।

ব্লক-সংসদ অধিবেশনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতি অধিবেশনের আলোচ্য বিষয়, স্থান, তারিখ ও সময় উল্লেখ করে অধিবেশনের কমপক্ষে ৭ (সাত) দিন পূর্বে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে।

পরিশেষে, ঐ অধিবেশনকে সার্থক ও সফল করে তোলার জন্য ব্লকস্তরের সংশ্লিষ্ট পদাধিকারী, আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দ প্রামান্য নথিপত্র সংগ্রহ করে ঐ অধিবেশনে উপস্থিত থাকবেন।

রাজ্যপালের আদেশানুসারে
স্বাঃ/- মানবেন্দ্র নাথ রায়
সচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকার